হজ বিষয়ে অভিজ্ঞ মুফতী এবং নির্ভরযোগ্য বইয়ের আলোকে রচিত...

হজ
ধাপে ধাপে

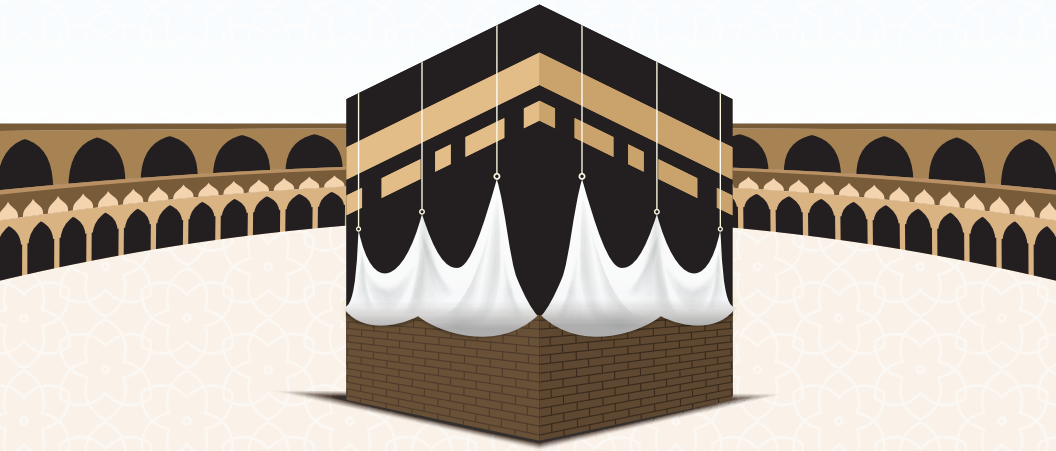

প্রকাশনা ও প্রচার বিভাগ
পরিবর্তন কল্যাণ ফাউন্ডেশন
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
E-mail : info@poribortonkf.com
Mobile No: 01736-435604

হাজের সফর শুরু

মুহতারাম আল্লাহর মেহমান !

- গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোন।[১] মাথায় ও দাড়িতে উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করুন। ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধি লাগাবেন না।[২]

- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ুন-

بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি, তাওয়াককালতু ‘আলাল্লা-হি, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি)। আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই।[৩]

- আত্মীয়-স্বজনদের বিদায় জানানোর সময় পড়ুন-

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ

উচ্চারণ: আসতাউদিয়ুল্লা-হা দি-নাকুম, ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তি-মা আ’মা-লিকুম।

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের দীন, আমানত ও সর্বশেষ আমল সমর্পণ করলাম (তিনি এর হিফাযত করবেন)।[৪]

- বাহনের সিঁড়িতে পা দিয়ে বিসমিল্লাহ, সিটে বসে আলহামদুলিল্লাহ পড়ুন।[৫] পরিবহন চলতে শুরু করলে তিনবার আল্লাহু আকবার বলে নিম্নের দুআ পড়ুন-

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

উচ্চারণ: সুব্‌হা-নাল্লাযী সাখখারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহু মুক্বরিনি-ন। ওয়া ইন্না- ইলা- রাব্বিনা- লা মুনক্বালিবূ-ন। আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস’আলুকা ফী-সাফারিনা- হা-যাল-বিররা ওয়াততাকওয়া-, ওয়া মিনাল ‘আমালি মা- তারদ্বা-। আল্লা-হুম্মা হাউইন ‘আলাইনা- সাফারানা- হা-যা- ওয়াতউই ‘আন্না- বু‘দাহু। আল্লা-হুম্মা আনতাস সা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালী-ফাতু ফিল আহ্‌লি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী- আ‘ঊ-যু বিকা মিন ওয়া‘আসা-ইস্ সাফারি ওয়া কা~বাতিল মানযারি ওয়া সূ-ইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহলি।

অর্থ: পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে আপনার কাছে চাই পুণ্য ও তাকওয়া এবং এমন কাজ যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই সফরে আমাদের সাথী এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ! আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে।[৬]

- বিমানবন্দরে ইহরামের কাপড় পড়ে নিন। একটি সেলাইবিহীন সাদা লুঙ্গি , একটি চাদর ও পায়ের উপরের উঁচু হাড় ঢাকা পরে না এমন জুতা/স্যান্ডেল।[৭] মহিলাদের ইহরামের জন্য আলাদা কোনো পোশাক নেই।

- মিকাত অতিক্রমের পূর্বেই দুই রাকাত সালাত আদায় করে ইহরামের নিয়ত করে বলুন, 'লাব্বাইকা উমরাতান' لَبَّيْكَ عُمْرَةً (তামাত্তু হজের জন্য); 'লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান' لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَ حَجًّا (কিরান হজের জন্য); 'লাব্বাইকা হাজ্জান' لَبَّيْكَ حَجًّا (ইফরাদ হজের জন্য)।[৮]পুরুষরা উচ্চকণ্ঠে, নারীরা স্বাভাবিক স্বরে তালাবিয়া পড়ুন। এরপর থেকে বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

অর্থ: আমি হাযির, হে আল্লাহ, আমি হাযির। তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোনো শরীক নেই।[৯]

- জেদ্দায় বিমান নামার সময় সুবহানাল্লাহ পড়ুন। বিমান থেকে নামার পর পড়ুন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَ رَبَّ الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَ رَبَّ لشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ خَيْرَ أَهْلِهَا وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شِرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামাওয়া-তিস সাবই' ওয়ামা- আযলালনা ওয়া রাব্বাল আরদ্বি-নাস সাবই' ওয়ামা- আক্বলালনা, ওয়া রাব্বাশ শায়া-তী-নি ওয়ামা- আদ্বলালনা ওয়া রাব্বার রিয়া-হি ওয়ামা- যারইনা, আসআলুকা খাইরা হাযিহিল করইয়াতি ওয়া খাইরা আহলিহা-, ওয়া নাঊ-যু বিকা মিন শাররিহা - ওয়া শাররি আহলিহা- ওয়া শাররি মা- ফি-হা।

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি সাত আসমানের এবং তার নিচে যা আছে তার রব সাত জমিন এবং সেগুলো যা ধারন করে আছে তার রব। সব শয়তান এবং তারা যাদের পথভ্রষ্ট করেছে তাদের রব। আমি আপনার নিকট এই গ্রাম এবং এর অধিবাসীদের কল্যাণ কামনা করছি। এই গ্রাম এবং এর অধিবাসীদের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[১০]

উমরার বিবরণ

- মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। পথিমধ্যে সময় না পাওয়ায়, সম্ভব হলে জেদ্দায় গোসল করে নিতে পারেন। সম্ভব না হলে হোটেলে পৌঁছে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোন।

- তালবিয়া পড়তে পড়তে পবিত্র কাবার উদ্দেশে রওয়ানা হোন। বিনয় ও নম্রতার সাথে মসজিদে হারামে ডান পায়ে প্রবেশের সময় নিম্নের দুআ পড়ুন-

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ: আঊ-যু বিল্লাহিল ‘আযী-মি ওয়া বিওয়াজহিহিল কারী-মি ওয়া সুলত্বা-নিহিল ক্বাদিমি মিনাশ শায়ত্ব-নির রাজী-ম। বিসমিল্লা-হি ওয়াসসলা-তু ওয়াসসালা-মু ‘আলা- রাসূ-লিল্লাহ, আল্লা-হুম্মাগফিরলি- যুনু-বী ওয়াফতাহ লি- আবওয়া-বা রাহমাতিক।

অর্থ: আমি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত চেহারা এবং তাঁর চির পরাক্রমশালী শক্তির মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১১] আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলﷺএর উপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য রহমতের সকল দরজা খুলে দিন।[১২]

- পরিপূর্ণ ভক্তি ও তাযিমের সাথে কাবার দিকে তাকান। তাকিয়ে এই দুআ পড়ুন-

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-ম ওয়া মিনকাস সালা-ম ফাহায়্যিনা- রাব্বানা- বিস সালা-ম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনিই নিরাপত্তা, আপনার কাছ থেকেই নিরাপত্তা আসে। সুতরাং আমাদের নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপনে সুযোগ দিন।[১৩]

اَللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا، وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَ تَكْرِيْمًا وَ تَعْظِيْمًا وَ بِرًّا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা যিদ হাজাল বাইতা তাশরী-ফান ওয়া তা’জি-মান ওয়া তাকরী-মান ওয়া মাহা-বাতান ওয়া যিদ মান শাররাফাহু ওয়া কাররামাহু মিম্মান হাজ্জাহু আও’ইতামারহু তাশরী-ফান ওয়া তাকরী-মান ওয়া তা’জি-মান ওয়া বিররান।

অর্থ: হে আল্লাহ, এই ঘরের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও গম্ভীরতা বাড়িয়ে দিন। যারা হজ করে তাদেরও সম্মান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও নেকী বাড়িয়ে দিন।[১৪]

- তিনবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ুন। এছাড়াও নিজের মনের ভাষায় দুআ করতে পারেন। এসময় দুআ কবুল হয়।

- কাবার চতুর্দিকে খোলা চত্বর মাত্বাফ দিয়ে হাজরে আসওয়াদ বরাবর যান। পুরুষরা ইযতিবা করুন। ইহরামের চাদরের মধ্যখান ডান বগলের নিচে রেখে দুইপ্রান্ত বাম কাঁধের উপর জড়িয়ে দিন এবং ডান কাঁধ খালি রাখুন। ইযতিবা শুধু মাত্র তাওয়াফের সময় করতে হয়। অন্য সময় কাঁধ ঢেকে রাখুন।[১৫]

- মনে মনে তাওয়াফের নিয়ত করুন।[১৬] তালবিয়া পড়া বন্ধ করুন।

- সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদের উপর দুই হাত রেখে আল্লাহু আকবার বলে চুমু দিন।[১৭] সম্ভব না হলে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করুন, যে অংশ দিয়ে স্পর্শ করেছেন সেই অংশে চুমু দিন। সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডান হাত উঁচু করে আল্লাহু আকবার বলে ইশারা করুন।[১৮]

- কাবাকে হাতের বায়ে রেখে তাওয়াফ শুরু করুন। এই দুআ পড়তে পারেন।

اَللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ঈ-মা-নাম বিকা, ওয়া তাছদি-ক্বাম বিকিতা-বিকা, ওয়া ওয়াফা-য়াম বি'আহদিকা, ওয়াতাবি-'আন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন।

অর্থ: আল্লাহ, আপনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে, আপনার কিতাব সত্যায়নের সাথে, আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের সাথে এবং আপনার নবী মুহাম্মদের সুন্নাতের অনুসরণ করে তাওয়াফ শুরু করছি।[১৯]

- প্রতি চক্করে সম্ভব হলে রুকনে ইয়ামানী 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ডান হাতে স্পর্শ করুন।[২০] সম্ভব না হলে ইশারা করবেন না। প্রতি চক্করেই 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে হাজরে আসওয়াদে চুমু/স্পর্শ/ইশারা করুন।[২১]

- রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত প্রত্যেক চক্করে এই দুআ পড়ুন-

﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾

উচ্চারণ: রাব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্ দুনইয়া- হাসানাতাও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান না-র।

অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।[২২]

- প্রথম তিন চক্করে রমল করুন।[২৩] এসময় এই দুআ পড়তে পারেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْراً وَ ذَنْباً مَغْفُوْراً وَ سَعْياً مَشْكُوْراً

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজ'আলহু হাজ্জান মাবরু-রান, ওয়া যাম্বান মাগফু-রান, ওয়া সা'ঈয়ান মাশকু-রান।

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি আমার হজকে কবুল করুন, গুনাহকে ক্ষমা করুন এবং একে প্রশংসনীয় সাধনা হিসেবে কবুল করুন।[২৪]

- শেষের চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটুন।[২৫] এই দুআ পড়তে পারেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ وَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي ٱلْأٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু আম্মা- তা'লাম ওয়া আনতাল আ'য়াজ্জুল আকরাম আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্ দুনইয়া- হাসানাতাও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান না-র।

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করুন, যা সম্পর্কে আপনি অবগত। আপনিই সর্বোচ্চ সম্মানিত মর্যাদাবান। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।।[২৬]

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ তাওয়াফের মাঝে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এই দুআ পড়তেন।

اللّٰهُمَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ক্বন্নি'অনি- বিমা রাযাক্বতানি- ওয়া বা-রিক লি- ফী-হি ওয়াখলুফ 'আলাইয়া কুল্লা গ-ইবাতিন লি- বিখাইর।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে রিজিক দান করেছেন তাতেই আমাকে তুষ্ট রাখুন। আমার জন্য তাতে বরকত দান করুন। আর আমার যাবতীয় অজ্ঞাত বিষয়াদিতে কল্যাণ নিহিত রাখুন।[২৭]

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ তাওয়াফের মাঝে এই দুআ পড়তেন।

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা- শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[২৮]

- এছাড়াও তাওয়াফে বেশি বেশি দুআ করবেন। কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর প্রশংসা, নবীজির প্রতি দরুদ ও সালামসহ নিজের ভাষায় দুআ করতে পারেন।

- সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হোন, এসময় পড়ুন[২৯]

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾

উচ্চারণ: ওয়াত্তাখিযূ- মিম মাক্ব-মি ইবর-হিমা মুসল্লা।

অর্থ: মাকামে ইবরাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান বানিয়ে নাও।[৩০]

- মাকামে ইবরাহীমের পিছনে চলে যান, সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করুন। পিছনে সম্ভব না হলে মসজিদের যেকোনো জায়গায় আদায় করুন। ১ম রাকাতে সূরা কাফিরুন ও ২য় রাকাতে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করুন।[৩১]

- সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন/স্পর্শ করুন।[৩২]

- কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ বলে তিন শ্বাসে পেট ভরে যমযমের পানি পান করুন, মাথায় ঢালুন।পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলুন।[৩৩]

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ যমযম পান করার সময় এই দুআ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী- আসআলুকা ‘ইলমান না-ফি‘আ, ওয়া রিযক্বান ওয়া-সি‘আ, ওয়া শিফা- আন মিন কুল্লি দা-ই।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, বিস্তৃত রিজিক ও সকল রোগ থেকে শিফা কামনা করছি।[৩৪]

- সাফা পাহাড়ের দিকে যান এবং সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি আসলে পাঠ করুন-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

উচ্চারণ: ইন্নাছ ছফা- ওয়ালমারওয়াতা মিন শা‘আ-ইরিল্লাহ। আবদাউ বিমা-বাদাআল্লা-হু বিহি।

অর্থ: নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। আমি শুরু করছি আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন।[৩৫]

- এরপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে বাইতুল্লাহ’র দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন এবং আল্লাহর তাওহীদ-একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার ঘোষণা দিয়ে দুই হাত তুলে নিচের দুআ পড়ুন-

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু- লা-শারী-কা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমী-তু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারী-কা লাহু আনজাযা ওয়া‘দাহু, ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু।

অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান! আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর।

তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন।[৩৬]

- উপরের দুআটি একবার পড়ে তার সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য দুআ পড়বেন। তারপর আবার উপরের দুআটি পড়ে সাথে অন্য দুআ পড়বেন। এভাবে তিন বার করবেন।[৩৭]

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ সাফায় নিচের দুআ দুইটি পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَ إِنِّيَ أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلاَمِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتّٰى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা কুলতা উদয়ু-নি- আসতাজিব লাকুম ওয়া ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মি-আ-দ, ওয়া ইন্নী- আসআলুকা কামা- হাদাইতানি- লিল ইসলামি আল্লা- তানযি'আহু মিন্নী- হাত্তা তাতাওয়াফফা-নি- ওয়া আনা- মুসলিম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি বলেছেন, আমার কাছে চাও, আমি তা কবুল করব। আর আপনি কখনও ওয়াদা খেলাফ করেন না। এখন আপনার নিকটই আমি চাচ্ছি, আমাকে যেরূপ ইসলামের দিকে হিদায়াত করেছেন, তা আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিবেন না। আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি মুসলিম হিসেবে আপনার অনুগত বান্দা হয়েই যেন থাকি।[৩৮]

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنَا بِدِيْنِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَ طَوَاعِيَةِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ جَنِّبْنَا حُدُوْدَكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا نُحِبُّكَ وَ نُحِبُّ مَلَآئِكَتَكَ وَ أَنْبِيَآءَكَ وَ رُسُلَكَ وَ نُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ . اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنَا اِلَيْكَ وَ اِلٰى مَلَآئِكَتِكَ وَ اِلٰى أَنْبِيَآءِكَ وَ رُسُلِكَ وَ اِلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ . اَللّٰهُمَّ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرٰى وَ جَنِّبْنَا الْعُسْرٰى وَ اغْفِرْلَنَا فِي الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى وَاجْعَلْنَا مِنْ اَئِمَّةِ الْمُتَّقِيْنَ

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা'আ ছিমনা- বিদি-নিকা ওয়াতোয়া-'ঈয়াতিকা ওয়া তোয়া-'ঈয়াতি রাসু-লিকা সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া জান্নিবনা- হুদু-দাকা আল্লা-হুম্মাজ 'আলনা- নুহিব্বুকা ওয়া নুহিব্বু মালা-ইকাতাকা ওয়া আমবিয়া~আকা ওয়া রাসুলাকা ওয়া নুহিব্বু ইবা-দাকাছ ছ-লিহি-ন। আল্লা-হুম্মা হাব্বিবনা- ইলাইকা ওয়া ইলা মালা~ইকাতিকা ওয়া ইলা আমবিয়া~ইকা ওয়া রুসুলিকা ওয়া ইলা ইবা-দিকাছছ-লিহি-ন, আল্লা-হুম্মা ইয়াসসিরনা- লিলয়ুসরা- ওয়া জান্নিবনাল য়ুসরা- ওয়াগফিরলানা- ফিল আ-খিরাতি ওয়াল উ-লা ওয়াজআলনা- মিন আ~ইম্মাতিল মুত্তাকি-ন।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার দ্বীন, আপনার আনুগত্য ও আপনার রাসূলের আনুগত্যের বদৌলতে আমাদেরকে (সকল অনিষ্ট থেকে) হিফাযত করুন। এবং আপনার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা থেকে আমাদের বিরত রাখুন। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আপনার, আপনার ফেরেশতাদের, আপনার নবী-রাসূলগণের

এবং আপনার নেককার বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার, আপনার ফেরেশতাদের, আপনার নবী-রাসূলগণের এবং আপনার নেককার বান্দাদের প্রিয়পাত্র বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! সকল উত্তম ও কল্যাণকর বিষয়াবলী আমাদের জন্য সহজ করে দিন। এবং মন্দ বিষয়াবলি আমাদের থেকে দূরে রাখুন। আমাদেরকে দুনিয়া-আখেরাতে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের রাহবর বানান।[৩৯]

- সবুজ দুই আলামতের মাঝে চলার সময় পুরুষরা দৌড়ানোর মত করে দ্রুত হাঁটবেন, মহিলারা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবেন। এসময় নিচের দুআ পড়ুন-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ

উচ্চারণ: রাব্বিগফির ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল আ'য়ায্যুল আকরাম।

অর্থ: হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। নিশ্চয় আপনি অধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।[৪০]

- মারওয়ায় উঠার পর কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দুই হাত তুলে আল্লাহর তাওহীদ-একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার ঘোষণাসহ সাফার মত এখানেও দুআ করবেন।

- সাফা পাহাড়ে এসে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দুই হাত তুলে আগের মত যিকির ও দুআ করবেন। এই নিয়মে বাকি সাঈ আদায় করবেন। সাফা ও মারওয়া উভয়টি দুআ কবুলের জায়গা। তাই উভয় পাহাড়ে বিশেষভাবে দুআ করার চেষ্টা করবেন। এখানে উল্লেখিত দুআ ছাড়াও অন্যান্য মাসনুন দুআ এবং নিজের ভাষাতেও দুআ করতে পারেন।

- সাঈ শেষ হওয়ার পর মাথার চুল ছোট বা মুণ্ডন করে নিবেন। বিদায় হজের সময় তামাত্তুকারী সাহাবীগণ চুল ছোট করেছিলেন।[৪১] সে হিসেবে তামাত্তু হাজীর জন্য এসময় মাথার চুল ছোট করা উত্তম। মহিলারা চুলের গোছার অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের কর পরিমাণ কর্তন করবেন এর চেয়ে বেশি নয়।[৪২]

- ইফরাদ ও কিরান হাজীগণ মাথার চুল ছোট/ মুণ্ডন করবেন না। কেননা তারা ১০ তারিখ কঙ্কর/পাথর মারার পর প্রথম হালাল না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবেন।

- এরপর তামাত্তু হজকারী ইহরাম মুক্ত হয়ে যাবেন। গোসলের পর স্বাভাবিক পোশাক পরতে পারবেন।

- তামাত্তু হজকারী উমরার তাওয়াফ শুরুর আগে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবেন। পুনরায় হজের ইহরাম বাঁধার আগে তালবিয়া পড়ার নিয়ম নেই।

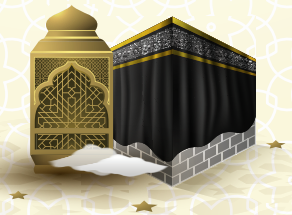

- যার সামর্থ্য আছে তার জন্য জীবনে একবার উমরা করা সুন্নাত। (ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মত), অন্য মতানুসারে ওয়াজিব।

উমরার ফরজ

- ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ উমরার নিয়তে তালবিয়া পাঠ করা।
- বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।
- সাফা- মারওয়ার মাঝে সাঈ করা। (অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ ও ইমামদের মতে) ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ওয়াজিব।

উমরার ওয়াজিব

- মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।
- সাফা- মারওয়ার মাঝে সাঈ করা। (ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মত)
- মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।

ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসমূহ

- জৈবিক চাহিদা সংশ্লিষ্ট কাজ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা, পশু শিকার করা, পুরুষদের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরা, মাথা, চেহারা এবং পায়ের পাতা ঢেকে রাখা। (মহিলারা মাথা, চেহারা ঢেকে রাখবে কিন্তু নেকাব যেন চেহারায় লেগে না থাকে।) কাপড় কিংবা শরীরে কোনো প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা, চুল, মোচ বা নখ কাটা, উকুন মারা।

হজের ফজিলত

- যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করল এবং জৈবিক চাহিদা সংশ্লিষ্ট অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকল, সে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।[৪৩]

হজের ফরজ

১. ইহরাম পরিধান করা। ২. আরাফায় অবস্থান করা। ৩. তাওয়াফে ইফাদা করা ৪. হানাফি মাযহাব অনুযায়ী সাঈ করা ওয়াজিব, তবে অন্যান্য ইমামদের মতে সাঈ করাও ফরজ।

হজের ওয়াজিব

১. মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। ২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। ৩. মুযদালিফায় রাত যাপন করা। ৪. জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা। ৫. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা। ৬. কিরান ও তামাত্তু হজে কুরবানি করা। ৭. বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এক নজরে হজ

১ উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা

২ উমরার তাওয়াফ

৩ সাফা-মারওয়াতে সাঈ করা

৪ চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা

৫ ৮ই জিলহজ হজের জন্য ইহরাম বাঁধা

৬ মিনাতে রাত্রিযাপন করা

৭ ৯ই জিলহজ আরাফাতে অবস্থান করা

৮ মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা

৯ ১০ই জিলহজ বড় জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা

১০ কুরবানী করা

১১ চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা

১২ তাওয়াফুল ইফাদাহ (ফরজ তাওয়াফ করা)

১৩ সাফা-মারওয়াতে সাঈ করা

১৪ মিনাতে রাত্রিযাপন করা

১৫ ১১ই জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ করা (প্রথমে ছোট, তারপর মধ্যম, শেষে বড় শয়তাকে)

১৬ মিনাতে রাত্রিযাপন করা

১৭ ১২ই জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ করা (প্রথমে ছোট, তারপর মধ্যম, শেষে বড় শয়তাকে)

১৮ মিনাতে রাত্রিযাপন করা

১৯ ১৩ই জিলহজ তিন শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা

২০ বিদায়ী তাওয়াফ করা

বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ মানুষ তামাত্তু হজ করে থাকেন। তাই এখানে তামাত্তু হজের বিবরণী দেওয়া হল।

৮ই জিলহজ-মিনায় অবস্থান

- ৮ই জিলহজ সকালে পূর্বের ন্যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ইহরাম পরিধান করুন। মনে মনে হজের নিয়ত করে বলুন لَبَّيْكَ حَجًّا (লাব্বাইকা হাজ্জান) এবং তালবিয়া পাঠ করুন।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

- ৮ই জিলহজ সূর্যোদয়ের পর মিনার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া সুন্নাত।
- ৮ই জিলহজ যোহর থেকে ৯ই জিলহজ ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করুন। যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ৯ই জিলহজ ফজর মিনায় আদায় করুন।[৪৪]

৯ই জিলহজ-আরাফায় অবস্থান

- ভোরে সূর্যোদয়ের পর পুরুষ হাজীগণ উচ্চস্বরে, মহিলা হাজীগণ স্বাভাবিক স্বরে তাকবীর ও তালবিয়া পড়তে পড়তে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হোন।[৪৫]
- আরাফাতের ময়দানে গোসল করুন। গোসল করা সম্ভব না হলে অজু করুন।[৪৬] যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন। সম্ভব হলে মসজিদে নামিরার ইমামের হজের খুতবা শ্রবণ করুন, তার পিছনে এক আযান ও দুই ইকামতে যোহরের ওয়াক্তে একত্রে যোহর ও আসর সালাত আদায় করুন।[৪৭] সম্ভব না হলে তাঁবুতেই জামাত করুন।
- আরাফাতের ময়দানে তাসবীহ, তাহলীল, যিকর ও দুআয় মশগুল থাকুন। রাসূল ﷺ বলেন, সর্বোত্তম দুআ হল আরাফা দিবসের দুআ।[৪৮]
- উত্তম হল, কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুআ করা।[৪৯] দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে না পারলে অল্প সময় বসে পুনরায় দাঁড়িয়ে দুআয় মগ্ন থাকুন।
- আরাফা দিবসে পড়ার জন্য হাদীসে বর্ণিত কয়েকটি দুআ।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা- শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ ‘আলা- কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[৫০]

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَآبِي وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু কাল্লাযি- তাকু-লু ওয়া খাইরাম মিম্মা-নাকু-লু আল্লা-হুম্মা লাকা ছলা-তি- ওয়া নুসুকি- ওয়া মাহইয়া-য়া ওয়া মামা-তি- ওয়া ইলাইকা মা-বি- ওয়ালাকা রাব্বি তুর-সি- আল্লা-হুম্মা ইন্নী- আউ-যু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাবরি ওয়া ওয়াসওয়াসাতিছ ছদরি ওয়া শাতা-তিল আমরি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী- আউ-যু বিকা মিন শাররি মা- তাজি-য়ু বিহির রি-হু।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সব তারীফ যেরুপ তুমি বল আর আমরা যা বলি তা থেকে উত্তম। হে আল্লাহ! তোমার জন্যই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, তোমার দিকেই তো আমার প্রত্যাবর্তন। হে আমার রব! তুমি আমার উত্তরাধিকারী। হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে, মনের ওয়াসওয়াসা থেকে, কাজের বিশৃঙ্খলা থেকে। হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই বায়ু যা বয়ে নিয়ে আসে তার অনিষ্ঠ থেকে।[৫১]

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু।

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সর্বময় রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁর।[৫২]

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ بِالْهُدٰى، وَقِنِيْ بِالتَّقْوٰى، وَاغْفِرْلِيْ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْأُوْلٰى

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাহ দীনি বিলহুদা-, ওয়াক্বিনী বিততাকওয়া- ওয়াগফিরলি ফীল আ-খিরাতি ওয়ালউ-লা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমাকে তাকওয়া দান করে পবিত্র করুন। দুনিয়া-আখেরাতে আমার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন।[৫৩]

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا ، اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজআল ফী- কলবি- নু-রান, ওয়া ফী- সামঈ- নু-রান, ওয়া

ফী- বাছরি- নু-রান, আল্লা-হুম্মাশরাহলি- ছদরি-, ওয়া ইয়াসসির লি- আমরি-,ওয়া আঊ-যুবিকা মিও ওয়াসওয়া-সিছ ছদরি, ওয়া শাতা-তিল আমরি, ওয়া ফিতনাতিল ক্বাবরি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী- আঊ-যু বিকা মিন শাররি মা- ইয়ালিজু ফিল লাইলি ওয়া শাররি মা- ইয়ালিজু ফিন নাহা-রি ওয়া শাররি মা- তাহুব্বু বিহির রিইয়া-হ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দান করুন। আমার কানে নূর দান করুন। আমার চোখে নূর দান করুন। হে আল্লাহ! আমার হৃদয় খুলে দিন, আমার সকল বিষয় সহজ করে দিন। আমি আপনার কাছে পানাহ চাই, মনের ওয়াসওয়াসা ও বিক্ষিপ্ততা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই ওই সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যার আগমন ঘটে রাতে বা দিনে, এবং ওই সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা নিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়।[৫৪]

- সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাত আদায় না করে আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে যাত্রা করুন।
- মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার সালাত এক আযান ও দুই ইকামতে একত্রে এশার ওয়াক্তে আদায় করুন। তাসবীহ, তাহলীল ও দুআ শেষে শুয়ে বিশ্রাম নিন।[৫৫] সম্ভব হলে এখান থেকে ৭০-৭৫ টি কঙ্কর সংগ্রহ করুন।

১০ জিলহজ- পবিত্র হজের দিন

- ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে পুব আকাশ পূর্ণ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করুন, তার মাহাত্ম্য বর্ণনা ও একত্ব ঘোষণা করুন, কালেমা তাওহীদ পড়ুন। সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনার তাঁবুর উদ্দেশে যাত্রা করুন। পথে মুহাসসির উপত্যকা অতিক্রমের সময় গতি বাড়িয়ে দিন।
- সূর্যোদয় থেকে যোহরের সালাতের সময় হওয়ার আগে শুধু বড় শয়তানকে ৭টি কঙ্কর মারুন। কঙ্কর মারার পূর্বে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করুন। এরপর থেকে আর তালবিয়া পাঠ করা যাবে না। বাকি দিনগুলোতে বেশি বেশি তাকবির পড়ুন। কঙ্কর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলুন।[৫৬] মনে মনে এই নিয়ত করুন আমি শয়তান ও শয়তানের অনুসারীদেরকে অপমান করার জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই কঙ্কর নিক্ষেপ করছি।
- বাতনে ওয়াদী নামক স্থান থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। এমনভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন যেন আপনার বামে মক্কা ও ডানে মিনা থাকে।[৫৭] কঙ্কর নিক্ষেপের পর দুআ না করে দ্রুত স্থান ত্যাগ করুন।[৫৮]
- তামাত্তু ও কিরান হজকারীগণ কুরবানী করুন।[৫৯]
- মাথার চুল মুণ্ডন করুন।[৬০] এখন আপনি স্বাভাবিক পোশাক পড়তে পারবেন।

- কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথার চুল মুণ্ডন এই তিনটি কাজ শেষ করে গোসল করে, সুগন্ধি মেখে[৬১] সেলাইযুক্ত কাপড় পরে পবিত্র কাবার দিকে রওয়ানা হোন। শুরুতে উমরার সময় যেভাবে তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সাঈ করেছেন সেভাবে তাওয়াফ ও সাঈ করুন।
- এখন আপনি পরিপূর্ণভাবে ইহরামের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

১১ই জিলহজ-আইয়ামুত তাশরীক

- সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে[৬২](যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর) সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত তিনটি জামারাতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন। প্রথমে ছোট শয়তানকে ৭টি কঙ্কর মারুন, একটু সামনে সরে গিয়ে দুই হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ দুআ করুন।
- মধ্যম শয়তানকে ৭টি কঙ্কর মারুন। একটু সামনে সরে গিয়ে দুই হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ দুআ করুন।
- বড় শয়তানকে ৭ টি কঙ্কর মারুন। এরপর কোন দুআ নেই, সেখানে না দাঁড়িয়ে মিনার তাঁবুতে ফিরে আসুন।[৬৩]

১২ই জিলহজ-আইয়ামুত তাশরীক

- ১১ই জিলহজের ন্যায় তিন জামারায় ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন। প্রথম দুই জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর দুআ করুন।মিনার তাঁবুতে ফিরে আসুন।
- এ দিন ইচ্ছে হলে মক্কায় ফিরে যেতে পারেন, সেক্ষেত্রে সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতে হবে। কোন কারণে সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতে না পারলে মিনাতেই অবস্থান করুন।
- রাসূল ﷺ এই দিন মিনায় রাত্রিযাপন করে ১৩ তারিখ মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন।

১৩ই জিলহজ-আইয়ামুত তাশরীক

- ১১ই ও ১২ই জিলহজের ন্যায় তিনটি জামারাতে ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন। প্রথম দুই জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর দুআ করুন।
- মক্কায় ফেরার পথে মুহাসসাব (বর্তমানে মুআবাদাহ) নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করুন।[৬৪] সম্ভব হলে এখানে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করুন। কিছু সময় অবস্থান করলেও একটি সুন্নাত আদায় হবে।
- এরপর মক্কায় ফিরে আসুন। মক্কা ফিরে আসার পর স্বাভাবিকভাবে মাসজিদুল হারামে ইবাদত বন্দেগিতে মগ্ন থাকুন।
- এরপর মক্কা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে সর্বশেষ আমল হিসেবে বিদায়ী তাওয়াফ করুন।[৬৫] এই তাওয়াফে ইযতিবা, রমল ও তাওয়াফের পর সাঈ নেই।

মদিনায় করণীয়

- মসজিদে নববীতে বেশি বেশি সালাত আদায় করা
- প্রিয় নবীজীর ﷺ কবর যিয়ারত করা
- বাকী গোরস্থান যিয়ারত করা
- কুবা মসজিদে সালাত আদায় করা
- শুহাদায়ে উহুদের কবরস্থান যিয়ারত করা

নবীজী ﷺ কে সালামের মাসনূন বাক্য

- আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. রাসূল ﷺ এর কবরে সালাম দেওয়ার সময় বলতেন,

  السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

  অর্থ: হে নবী, আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তার বরকতসমূহ।
- এছাড়াও নিচের বাক্যেও সালাম প্রদান করা প্রমানিত

  الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

  অর্থ: আপনার উপর সালাত ও সালাম হে আল্লাহর রাসূল।

  السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
- আবু বকর রা. কবরের সামনে,

  اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ

  উমর রা. কবরের সামনে,
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

কুবা মসজিদে সালাত আদায়

- ইবনু উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি শনিবার পদব্রজে অথবা বাহনে চড়ে কুবা মসজিদে আসতেন। অতঃপর তিনি সেখানে দু' রাকাআত সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় করতেন।

  (মুসলিম, হাদিস নং-১৩৯৯, বুখারী , হাদিস নং-১১৯৩)
- উসাইদ ইবনু যুহাইর আল-আনসারী রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কুবার মসজিদে নামায আদায় করলে উমরা করার সমান নেকী পাওয়া যায়। (তিরমিযী, হাদিস নং-৩২৪)

জরুরী জ্ঞাতব্য

- ঈদের দিনে জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর কুরবানি ও মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হানাফি, মালেকি এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী হাম্বলি মাযহাব মতে ওয়াজিব।

- তাশরিকের রাতগুলো মিনায় যাপন করা হানাফি মতে সুন্নাহ। অন্য তিন ইমামের মতে ওয়াজিব। ফরজ ও ওয়াজিবের বাহিরে উল্লেখিত অন্য কাজগুলো করা সুন্নাহ।

- ফরজ ছুটে গেলে হজ বাতিল হয়ে যাবে। ওয়াজিব ছুটে গেলে হজ বাতিল হবে না, তবে দম দিতে হবে। সুন্নাহ ছুটে গেলে দম দিতে হবে না, হজ আদায় হয়ে যাবে, তবে সুন্নাহ তরকের কারণে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হবে।

- ৮ই জিলহজ মক্কায় ইহরাম পরা তামাত্তু হজকারীর জন্য প্রযোজ্য। কিরান ও ইফরাদকারী আগে থেকেই ইহরামরত থাকবেন। হজের দিনগুলোতে অধিক পরিমাণে তাকবীর, যিকর ও দুআয় মশগুল থাকতে হবে। ঈদের দিন বড় জামারায় সূর্যোদয়ের পর থেকে যোহরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত এবং পরবর্তী দিনগুলোতে যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে।

- ৯ই জিলহজ ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ আসর পর্যন্ত সব ফরজ সালাতের শেষে তাকবীরে তাশরীক পাঠ করতে হবে, তাশরীকের দিনগুলোকে হাদীসে যিকর, তাকবীর ও খাওয়া-দাওয়ার দিন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

- হজ ও উমরার সফরে হজ ও উমরা বিষয়ক বই (হজের সফরনামা, হজ ও উমরার বিস্তারিত বর্ণনা) দুআ ও যিকিরের বই সাথে রাখা উত্তম হবে।

হজ পরবর্তী জীবন হাক কুরআন ও সুন্নাহর আলোয় উদ্ভাসিত

[১] তিরমিযী, ৮৩২ (ইফা); [২] মুসলিম, ২৭০৯ (ইফা); [৩] আবু দাউদ, ৫০০৭ (ইফা); [৪] আবু দাউদ, ২৫৯৩ (ইফা) [৫] আবু দাউদ, ২৫৯৪ (ইফা) [৬] মুসলিম, ৩১৪৫ (ইফা); [৭] মুসনাদ,৪৮৯৯; মুসলিম,২৮৯৮ (ইফা); [৯] মুসলিম, ২৬৮২ (ইফা) [১০] মুসতাদরাকে হাকিম,১৬৩৪; [১১] আবু দাউদ-৪৬৬ (ইফা); [১২] আবু দাউদ-৪৬৫ (ইফা); [১৩-১৪] সুনানে বায়হাকী, ৮৯৯৫; [১৫] তিরমিযী, ৮৬১ (ইফা); [১৬] বুখারী, ১ (ইফা); [১৭] বুখারী, ১৫০৮ (ইফা); [১৮] বুখারী, ১৫১৭ (ইফা); [১৯] তাবরানী, ৫৮৪৩, সাহাবিদের আমল, সনদ দুর্বল; [২০] বায়হাকী, ৫/৭৯; [২১] বুখারী, ১৫১৭ (ইফা);[২২] আবু দাউদ-১৮৯০ (ইফা); [২৩,২৫] বুখারী, ১৫০৯ (ইফা); [২৪,২৬] আল আযকার,নববী রহ ১/১৯৪; ১৫১৭ (ইফা); [২৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা,৩০২৪৯ ; [২৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ১৫৩৬৪;[২৯,৩১, ৩২, ৩৫,৩৬]মুসলিম, ২৮২১(ইফা); [৩০] সূরা বাকারা, ১২৫;[৩৩] মুসনাদে আহমাদ, ১৫২৪৩; [৩৪] দারা কুতনী, ২৭৩৮; [৩৭] আবু দাউদ ১৯০৩ (ইফা); [৩৮] মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ৮২৬; [৩৯] বায়হাকী, ৫/৯৪; [৪০] বায়হাকী, ৫/৯৫ ; [৪১] মুসলিম, ২৮২১ (ইফা); [৪২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৩/১৪৭;[৪৩] বুখারী, ১৪৩১(ইফা); [৪৪] তিরমিযী, ৮৮০ (ইফা); [৪৫,৪৭] মুসলিম, ২৮২১ (ইফা); [৪৬] বায়হাকী, ৫৯১৯ ; [৪৯] মুসলিম, ২৮২১ (ইফা); [৪৮,৫০] তিরমিযী, ৩৫৮৫ (ইফা) ; [৫১] তিরমিযী, ৩৫২০,(ইফা) দুর্বল ; [৫২,৫৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ১৪৯২৪, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আমল,[৫৪] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ১৫৩৬৬; [৫৫,৫৬,৫৯] মুসলিম, ২৮২১ (ইফা); [৫৭] বুখারী, ১৬৩৭ ইফা ; [৫৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ১৩৫৭৪; [৫৯,৬০] মুসলিম, ৩০২৪ (ইফা); [৬১] মুসলিম, ২৭০২ (ইফা); [৬২]ইবনে মাজাহ, ৩০৫৪; [৬৩] আবু দাউদ, ১৯৭০; বুখারী, ১৬৪০ (ইফা); [৬৪] মুসলিম, ৩০৩৮ (ইফা); [৬৫] মুসলিম, ৩০৯০(ইফা)